মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন

নভেম্বর, ২০১৮

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১)	সমুদ্র বিজয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরে বিশাল জলরাশিতে গ্যাস, তেল ইত্যাদি জ্বালানি প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্র এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্ভে পরিচালনাপূর্বক গ্যাস বা তেল ক্ষেত্র আবিস্কার এবং তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	প্রতিবেশি দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি হওয়ায় সমুদ্রাঞ্চলের ব্লকসমূহকে পুনঃবিন্যাস করে নতুনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলে বাংলাদেশের অনশোর এবং অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বান করার প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে পিএসসি হালনাগাদকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে বিদ্যমান Revised Model PSC 2012 হতে অনশোর ও অফশোর এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলীসমূহ আলাদা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জ ন করে খসড়া অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৮ এবং খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৮ প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে তা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মডেল পিএসসি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হবে। সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান চালানোর জন্য ইতোমধ্যে ০৪টি ব্লকের (এসএস-০৪, এসএস-০৯, এসএস-১১ এবং ডিএস-১২) জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল ব্লকে ২ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ব্লক এসএস-০৪ জানুয়ারি, ২০১৯ নাগাদ ড্রিলিং কার্যক্রম শুরু হবে এবং এসএস-০৯ এ ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ ড্রিলিং কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়। ব্লক এসএস-১১ এ গত ২০ মে, ২০১৮ তারিখে ৩০৫ বর্গকিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশনের কাজ চলছে এবং ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।
২)	গভীর সমুদ্রে গ্যাস/তেল ব্লক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন একক দেশকে ২/৩টির অধিক সংখ্যক ব্লক প্রদান পরিহার করা হবে;	পেট্রোবাংলা	গভীর সমুদ্রে গ্যাস/তেল ব্লক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন একক দেশকে ২/৩টির অধিক সংখ্যক ব্লক প্রদান পরিহার করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পরিহার করা হবে।তোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার Santos ও সিংগাপুরের Kris Energy কে যৌথভাবে অগভীর সমুদ্রের ০১টি ব্লক (এসএস-১১) এবং ভারতেরONGC Videsh Ltd. ও Oil India Ltd. কে অগভীর সমুদ্রের ০২টি ব্লক (এসএস-০৪ ও এসএস-০৯) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দক্ষিণ কোরিয়ার POSCO Daewoo Corporation কে গভীর সমুদ্রের ০১টি ব্লক (ডিএস-১২) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
৩)	দেশের কয়লা চাহিদা ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হতে আমদানির মাধ্যমে পূরণসহ ঐ সকল দেশে খনি লীজ গ্রহণ করার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যৌথ উদ্যোগে অর্থাৎ কয়লাখনি পরিচালনাকারী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমে খনি লীজ নেওয়া কিংবা খনি পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশে আবিষ্কৃত ০৫টি কয়লা ক্ষেত্রের মধ্যে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের সাথে Management, Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিচালনা করছে। বিদেশে লীজ গ্রহণ করে কয়লা খনি পরিচালনা করারপ্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বিসিএমসিএল অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী দেশে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরিমান বিটুমিনাস/সাব বিটুমিনাস শ্রেণির উচ্চ তাপজ্বলন ক্ষমতা সম্পন্ন উন্নতমানের কয়লা চাহিদা বিবেচনা করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত দেশসমূহে মাইন লিজ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। গত ১০ /০৭/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক -২, নীলুফার আহমেদ এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভার কার্যবিবরণীর খ (৪) নং এ বিদেশে লীজ গ্রহণ কয়লা খনি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন হয়নি এবং বেসরকারি খাতে এটি করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষিতে সভায় “বেসরকারিখাতে করতে হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়” মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চলমান পৃষ্ঠা-০২

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
৪)	ভারতের নুমালীগড় থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানির ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততম রুট বাছাই করে পাইপ লাইন নির্মাণের ব্যয় ভারতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্বাহ এবং আমদানিতব্য তেলের মূল্যের সাথে তা সমন্বয়পূর্বক পরিশোধের প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে;	বিপিসি	* ভারতের সাথে তেল আমদানির জন্য Sales And Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। * ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা ও পিডিবি এর নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পাইপলাইনটি নুমালীগড়-পাবর্তীপুর হয়ে সৈয়দপুর ও বগুড়া পর্যন্ত বর্ধিতকরণের বিষয়ে বিপিসি ও নুমালীগড় রিফাইনারীর মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। * পাইপলাইন নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য সম্যক ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিদের ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে BPC কর্তৃপক্ষের NRL কর্তৃপক্ষের আলোচনা চলমান রয়েছে। * গত ২১.০৩.২০১৮ হতে ২৫.০৩.২০১৮ তারিখে বিপিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে বিপিসি'র প্রতিনিধি দল NRL সফর করেন। উক্ত সফরে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা হয়। * সৈয়দপুরে পিডিবি'র স্থাপিতব্য নতুন বৈদ্যুতিক প্ল্যান্টে তেল সরবরাহের লক্ষ্যে পার্বতীপুর থেকে IBFPL সৈয়দপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণের বিষয়ে NRL এর সাথে বিপিসি'র আলোচনা হয়েছে। * গত ০৯.০৪.২০১৮ তারিখে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়ে MoU টি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব , জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব, ভারত স্বাক্ষর করেন। * গত ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে NRL পত্র মারফত শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত Indo-Bangla Friendship Pipeline (IBFPL) নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনার জন্য বিপিসি'র প্রতিনিধিদল'কে ভারতের দিল্লী সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বিপিসি প্রতিনিধি দল ০৮-১১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ভারত সফর করে এবং (IBFPL) নির্মাণের বিষয়ে BPC, NRL এবং প্রকল্পের কনসালট্যান্ট Engineers India Ltd (EIL) এর মধ্যে বিপিসি কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, Project Review 7 Monitoring Committee (PRMC) তে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মনোনয়ন, Design & Engineering of the pipeline system, Procurement & ordering, Environment Impact Assessment (EIA), clearance from the Bangladesh site, land Acquisition & requisition in the Bangladesh portion, Connection of the spur line upto the proposed Sayedpur Power plant, Extension of IBFPL to Rangpur, Exchange of information of Parbotipur Depot & proposed tank farm area ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। * গত ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পাইপলাইনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। * বাংলাদেশ অংশের EIA সম্পন্ন করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন ট্রাষ্টি প্রতিষ্ঠান Center for Environment and Geographic Information Services (CEGIS)- কে আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের মধ্যে নিয়োগ দেয়া হবে। * প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Land Acquisition & Requisition এর জন্য সার্ভে , মালিকানা নিশ্চিতকরণ, ভিডিও/স্থিরচিত্র ধারণ, দলিলপত্র প্রণয়নসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ০৪টি প্রতিষ্ঠানকে ২৫-১১-২০১৮ তারিখে RFP **ফরমেট** প্রদান করা **হয়েছে।** ডিসেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে যোগ্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা সম্ভব হবে। * NRL, EIL **এবং** SKP এর প্রতিনিধিবৃন্দ ১৩ -১৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সফর করে । উক্ত সময়ে NRL, EIL, SKP, বিপিসি ও পিওসিএল এর কর্মকর্তাবৃন্দ যৌথভাবে কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার লোকেশন নির্ধারণ ক**রে। ইতিপূর্বে নির্ধারিত** পাইপলাইন রুট, এসভি লোকেশন ও HDD Crossing ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করা হয়। পার্বতীপুর ডিপোর সম্প্রসারণের জায়গা ও রিসিপ্ট টার্মিনাল পরিদর্শন করা হয়। * সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের জন্য পাইপলাইনের Tap of point ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থান যৌথভাবে পরিদর্শন করা হয়। Tap of point হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৭ কিলোমিটার। * IBFPL এর Progress review meeting সম্ভাব্য আগামী ১৮-২০ ডিসেম্বর, ২০১৮ এর ভিতর BPC, NRL ও EIL এর মধ্যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে ।
৫)	বিদ্যমান Captive Power খাতে গ্যাস সংযোগের হার ১৭% হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে তা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্পকারখানায় ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	Captive Power প্ল্যান্টের জন্য পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত গ্যাস সংযোগ প্রদান না করার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ১০ /০৮/২০১৫ তারিখে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। এছাড়া, Captive Power খাতে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে গ্রাহকগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে । ফলে Captive Power খাতে নতুন গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখা এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যমান Captive Power খাতে গ্যাস ভোগের শতকরা হার স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, Captive Power খাতে গ্যাস ভোগের শতকরা হার ১৭.১০% (২০১৪-১৫ সাল) হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৬.২৬% হয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সভাসমূহে কো-জেনারেশন/ট্রাই জেনারেশন এর মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা ন্যূনতম ৭০% এ উন্নীতকরণ এবং এলএনজি আমদানির পর কার্যকর করা হবে শর্তে ক্যাপটিভ খাতে সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৩

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
৬)	সরকারি খাতে LPG'র উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে বেসরকারি খাতের মূল্য যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়;	বিপিসি	দেশে এলপি গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সরকারিভাবে বিপিসি'র ০২টি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গৃহীত০২টি প্রকল্পের অগ্রগতির (হালনাগাদ) বর্ণনানিম্নে উপস্থাপন করা হল : ০১। <u>মংলায় বাস্তবায়নাধীন এলপিজি প্ল্যান্ট:</u> এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট ইনক্লুডিং ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ, স্টোরেজ ট্যাংকস, পাইপলাইন্স, জেটি এ্যাট মংলা, বাগেরহাট (১০০,০০০ মেঃটন ক্যাপাসিটি পার এ্যানাম)'' নামে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ২১,০৪৬.৯৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮। কিন্তু প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগ ও কনসালটেন্ট কর্তৃক কাজ সম্পাদনের জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় গত ১৯.০৭.২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। সে লক্ষ্যে ০৩.১১.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভায় জয়েন্ট ভেঞ্চারে LP Gas Plant স্থাপনের নিমিত্তে ০৮.০১.২০১৭ তারিখে পত্রিকায় Expression OF Interest (EOI) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। * জয়েন্ট ভেঞ্চার LP Gas Plant স্থাপনের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ০৭.০৩.২০১৭ তারিখে প্রাপ্ত EOI সমূহ গ্রহণ ও উন্মুক্ত করা হয়েছে। এতে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ বিবেচিত হয়েছে। পিপিআর অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করে রেসপনসিভ ১৬টি প্রতিষ্ঠানকে ১৬.০৮.২০১৭ তারিখে REP ফরমেট প্রদান করা হয়েছে এবং ২১.০৯.২০১৭ তারিখে REP গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু উক্ত তারিখে কোনো প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেনি। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির মাধ্যমে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিবর্তে মংলা বন্দর শিল্প এলাকায় বিপিসি'র লিজকৃত ২৫ একর জমির মধ্যে বিপিসি ও এসওসিএল এর যৌথ উদ্যোগে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।
			০২। <u>কুমিরায় প্রতিষ্ঠিতব্য এলপিজি প্ল্যান্ট:</u> সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি'র আওতায়) বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট চট্টগ্রামে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক ''Construction of LPG Bottling Plant at Kumira or any suitable place in Chittagong including Import Facilities of LPG, Jetty, Pipelines & Storage Tank'' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। * চলমান কাজের ধারাবাহিকতায় ''Construction of LPG Bottling Plant in Chittagong'' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১০(দশ) একর জমি বরাদ্দ গ্রহণের জন্য এ বিভাগ গত ০৯.০৬.২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে গত ২০.০৪.২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামের যাচিত তথ্যাদি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র, অর্থের সংস্থান বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র) ২৭.০৭.২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। * ০১.১১.২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম হতে পত্র মারফত এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র ও অর্থের সংস্থান বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড কর্তৃক প্রেরিত পাবলিক ইজমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সংক্রান্ত প্রতিবেদন সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করেছে। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৭)	মধ্যপাড়ার Hard rock কে কঠিন শিলার পরিবর্তে ''গ্রানাইট'' হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। নির্মাণ কাজের উপাদান হিসাবে ব্যবহারের পরিবর্তে উন্নতমানের Slab আকারে শিলা উত্তোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আহরিত শিলা পাথর নৌ-পথে পরিবহণের লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর নিকটবর্তী স্থানে মজুদ এবং পরিবহণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	ক) হার্ডরক এর নাম পরিবর্তন করে ''গ্রানাইট'' নামকরণ করা হয়েছে। খ) গ্রানাইট টাইলস/স্লাব তৈরী ও মধ্যপাড়া খনি সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ''Feasiblity Study of Granite Slab preparation and enhancement of hard rock production by expansion of Maddhapara Mine'' প্রকল্পটি গত ২১ /১২/২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত স্টাডি প্রকল্পের আওতায় কনসাল্টিং ফার্মের সাথে ০৭ /০১/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে টপোগ্রাফিক সার্ভে, ২-ডি সাইসমিক সার্ভে ও কোর হাউজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ হতে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী ০৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। গ) মধ্যপাড়া খনি হতে আহরিত গ্রানাইট পাথর নৌ-পথে পরিবহনসহ দেশের বাৎসরিক শিলার চাহিদার পরিমাণ নিরুপণের জন্য ''Market Feasibility Study of Granite Rock of MGMCL'' কাজের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের কতিপয় সুপারিশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সুপারিশ এমজিএমসিএল খনি হতে গ্রানাইট উৎপাদন বৃদ্ধি সাপেক্ষে নৌপথে গ্রানাইট পাথর পরিবহ নের জন্য যমুনা নদী তীরবর্তী নৌপথ সংলগ্ন স্থানে স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে। কিন্তু এমজিএমসিএল এর বর্তমান আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় বর্ণিত প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। তবে পাথর উত্তোলন বৃদ্ধির জন্য প্রণীত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প ইতিবাচক হলে খনি হতে পাথর উত্তোলন বৃদ্ধি পাবে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভাল হবে মর্মে আশা করা যায়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের আলোকে নৌপথে পাথর পরিবহণের বিষয়টি পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হবে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৪

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
৮)	রাশিয়ার Gazprom ইতোপূর্বে ১০টি কূপ খনন করে ১১২ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছে। বর্তমানে তাদের আবেদনমতে নতুনভাবে আরো ৪টি কূপ খনন করার দায়িত্ব দ্রুতগতিতে প্রদান করা যেতে পারে;	পেট্রোবাংলা	রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা Gazprom-ইতোপূর্বে ১০টি কূপ খন ন করে ১১২ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছে। তাদের আবেদনমতে আরও ৫টি কূপ খনন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং কূপগুলির খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রাশিয়ার Gazprom এর সাথে মূল চুক্তির অনুবৃত্তিক্রমে আরো ০২টি কূপ (ভোলা নর্থ-১ ও শাহবাজপুর ইষ্ট-১) খননের জন্য Addendum-6 স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ২টি কূপের খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং কূপ ০২টিতে গ্যাস পাওয়া গেছে।
৯)	শিল্পাঞ্চল/স্পেশালাইজড ইকনোমিক জোন প্রভৃতিতে গ্যাস/বিদ্যুৎ সরবরাহে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;	পেট্রোবাংলা	বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহে সরকারের নির্দেশনার আলোকে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সীমিত হারে 'নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য গঠিত কমিটি'র মাধ্যমে বিবেচনা করা হচ্ছে। শিল্পাঞ্চল/বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে অগ্রগতি নিম্নরূপ: ▪ আব্দুল মোনেম বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে মুখ্য বিতরণ লাইন স্থাপনের লক্ষ্যে ০৮.০১.২০১৮ নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২.৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম চলছে। গজারিয়া টিবিএস মডিফিকেশন এর কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। আভ্যন্তরীণ ডিআরএস ও আভ্যন্তরীণ বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত বর্ণিত অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাবর প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রাক্কলন অনুযায়ী চাহিদাকৃত অ প্রদান করা হয়নি। ▪ হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের জন্য ডিআরএস, পাইপলাইন ও সিএমএস নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন ও লে-আউট প্ল্যান প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর, মৌলভীবাজার এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। Turn-Key ভিত্তিতে ০১টি আরএমএস, ০১টি সিএমএস ও ৩কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১২ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরএমএস ও সিএমএস নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ▪ মেঘনা বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে মুখ্য বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় লাইনপাইপ ও অন্যান্য মালামাল তিতাস ভান্ডারে মজুদ রয়েছে। দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের কার্য চলমান রয়েছে। ▪ মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইকোনমিক জোনে মুখ্য বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় লাইনপাইপ অন্যান্য মালামাল তিতাস ভান্ডারে মজুদ রয়েছে। দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের কার্য চলমান রয়েছে। ▪ এ কে খান বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, নরসিংদী এ গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিমিটেডের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সদর এবং বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের আংশিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ▪ নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল, লালপুর, নাটোর এ পিজিসিএল কর্তৃক প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের আংশিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ▪ ঈশ্বরদী ইপিজেডের ১ম ফেইজের অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ১ম ফেইজের অবশিষ্টাংশ ও ২য় পর্যায় প্রকল্পভুক্ত এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ৫.১ কি:মি গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ডিআরএস আপগ্রেডেশন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও দরপত্র আহবান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ▪ মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে Construction of Gas Pipeline Project for Mirsarai Economic Zone, Chittagong প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস লাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৯/০৪/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এলসি খোলা হয়েছে। বেশিরভাগ মালামাল ভান্ডারে এসে পৌঁছেছে। এছাড়া, উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ০১টি সিজিএস ও ০২টি এইচপি-ডিআরএস ক্রয় ও স্থাপনের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২২ /০৪/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২১/০৫/২০১৮ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। সয়েল টেস্ট, লে-আউট প্ল্যান ও উইং-ডিজাইন এর কাজ শেষ হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৫

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
			▪ আমান বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ও টিজিটিডিসিএল এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন চাহিদা অনুযায়ী সাইট পরিদর্শন ও উৎস নির্ধারণ সাপেক্ষে পুনঃপ্রাক্কলন প্রস্তুত করার বিষয়টি চলমান রয়েছে। ▪ আরিশা বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি টিজিটিডিসিএলএর অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ বে-বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এর সাথে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল) এর MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি টিজিটিডিসিএল এর অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ আকিজ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এর সাথে টিজিটিডিসিএল এর MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রাহক ব্যয়ে কাজটি সম্পাদনের জন্য নক্সা, মালামাল তালিকা ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তদানুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়তব্য মালামালসমূহের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং কারিগরী মূল্যায়নে প্রস্তাবিত মালামালসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচিত হয়েছে। তদানুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে গ্রাহক কর্তৃক মুখ্য বিতরণ লাইন স্থাপন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান আছে। সোনারগাঁও বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এর সাথে টিজিটিডিসিএল এর MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ জামালপুর বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে লাইনপাইপ ও অন্যান্য মালামাল সংগ্রহের জন্য ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। স্টেশন এর মালামাল শিপমেন্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মুখ্য বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণের জন্য ঠিকাদারকে নোটিফিকেশন অফ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ▪ সিটি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এ গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়তব্য মালামালসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং কারিগরি মূল্যায়নে প্রস্তাবিত মালামালসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচিত হয়েছে। তদানুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে গ্রাহক কর্তৃক মুখ্য বিতরণ লাইন স্থাপন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান আছে। ▪ গজারিয়া বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ ঢাকা সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাক্কলিত অর্থ অদ্যাবধি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে প্রেরণ করা হয়নি। ▪ জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হবে। ইতোমধ্যে জাপানিজ ইকনোমিক জোন ও তিতাস প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সাইট জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট হাইটেক পার্ক-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন, ডিআরএস, সিএমএস এর ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। স্থাপিতব্য মালামালের খসড়া প্রাক্কলনসহ যাবতীয় স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৬

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ</th><th>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</th><th>বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়</th></tr>
<tr><td>১০.</td><td>কুয়েত কর্তৃক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য মহেশখালি এলাকায় ১০০০ একর জমি সংরক্ষণ করতে হবে;</td><td>বিপিসি</td><td>* কুয়েত কর্তৃক প্রস্তাবিত রিফাইনারী স্থাপনের জন্য মহেশখালী এলাকায় ১০০০ একর জমি সংরক্ষনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ১১-১১-২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসক কক্সবাজারকে নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রেরণ করেছে। জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার হতে অদ্যাবধি কোন অগ্রগতি জানা যায়নি।

* উল্লেখ্য, ২০.১০.২০১৪ তারিখে বিপিসির লিয়াজো অফিসে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিওআই এর উপস্থিতিতে কেপিসি এর সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান কেপিআই এর প্রতিনিধি দলের সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়।

* কুয়েত কর্তৃক বাংলাদেশে একটি তেল শোধনাগার স্থাপন বিষয়ে আলোচনার জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কুয়েতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাথে আলোচনার নিমিত্তে কুয়েত সফরের বিষয়টি অবহিত করে বিপিসি হতে গত ২৩.১২.২০১৪ তারিখে কেপিআইর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

* সর্বশেষ গত ২৮.০৪.২০১৬ তারিখে জনাব ডঃ আহমদ কায়কাউস, অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে জাইকার "Coxs Bazar and Southern Chittagong Area Integrated Development Master Plan প্রণয়নের উদ্দেশ্য গৃহীত Data Collection Survey on Integrated Development of Southern Chittagong Region শীর্ষক কর্মসূচীর পরিকল্পনা করার সময় (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের গত ০৯.০৪.২০১৫ তারিখে নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কেপিসি কর্তৃক প্রস্তাবিত রিফাইনারী স্থাপনের নিমিত্ত মহেশখালী এলাকায় প্রায় ১০০০(এক হাজার) একর জমি সংরক্ষণ করার জন্য পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়।

* পরবর্তীতে বিপিসি হতে গত ১৯.০৮.২০১৬ তারিখে মহেশখালী এলাকায় রিফাইনারী স্থাপনের জন্য JICA কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যান Option-1 এর আলোকে ৫০০ হেক্টর জমির সংরক্ষণের Layout Plan জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

* বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক মহেশখালী ও মাতারবাড়ী এলাকায় বেজা, বিদ্যুৎ বিভাগ ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্পকে সমন্বিত করে একটি খসড়া ব্লক ডায়াগ্রাম তৈরীর জন্য গঠিত কমিটি পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী ও এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য কোন জায়গা/জমি বরাদ্দ না রেখে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কক্সবাজারের মহেশখালী এলাকায় পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী, পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স এবং এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য আনুমানিক ১০০০ (এক হাজার) একর জমি চিহ্নিত করে ব্লক ডায়াগ্রাম চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। খসড়া ব্লক ডায়াগ্রামে চিহ্নিত "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন" প্রকল্প এবং পেট্রোবাংলার এলএনজি টার্মিনাল প্রকল্পেদ্বয়েরমধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় ১০০০ একর জমি পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী, পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স এবং এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

* কক্সবাজারের মহেশখালী এলাকায় পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী, পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স এবং এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য জমির স্থানাঙ্ক নিম্নরূপ হতে পারে
<table>
<tr><th rowspan="2">Location/ Point</th><th colspan="2">Geographical Co-Ordinate</th></tr>
<tr><th>Latitude (N)</th><th>Longitude (E)</th></tr>
<tr><td>Point 1</td><td>21°40'25.00"N</td><td>91°51'30.60"E</td></tr>
<tr><td>Point 2</td><td>21°40'23.44"N</td><td>91°52'38.06"E</td></tr>
<tr><td>Point 3</td><td>21°39'46.75"N</td><td>91°52'58.33"E</td></tr>
<tr><td>Point 4</td><td>21°39'23.81"N</td><td>91°52'55.93"E</td></tr>
<tr><td>Point 5</td><td>21°39'31.49"N</td><td>91°51'29.06"E</td></tr>
</table>
* কক্সবাজার জেলার মহেশখালী ও মাতারবাড়ী এলাকায় বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বেজা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য/বিবেচনাধীন সকল প্রকল্পকে সমন্বিত করে উক্ত এলাকার একটি খসড়া ব্লক ডায়াগ্রাম তৈরীর জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী ও কমপ্লেক্স এবং এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য আনুমানিক ১০০০ একর জায়গা/জমি বরাদ্দরাখার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে পত্র প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপিসি হতে ১২.০৬.২০১৮ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়</td></tr>
</table>

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১১.	Off-shore গ্যাস ব্লকসমূহে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% হতে ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	Off-shore এ অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-১১ এ স্যান্তোস ও ক্রিশ এনার্জি যৌথভাবে কাজ করছে এবং তাদের সাথে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% রয়েছে। ব্লক এসএস-৪ ও এসএস-৯ এ ওএনজিসি ভিদেশ এবং ওয়েল ইন্ডিয়া কোম্পানি যৌথভাবে কাজ করছে। তাদের সাথেও বাপেক্স এর Carried Stake ১০% রয়েছে। ভবিষ্যতে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% হতে ২০% এ উন্নীত করার বিষয়টি বিডিং রাউন্ড শুরুর প্রাক্কালে বিড ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
১২.	ক) চট্টগ্রাম-ঢাকা (নারায়নগঞ্জ/ফতুল্লা) তেল পাইপলাইন নির্মাণ কাজ জরুরি ভিত্তিতে সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি	* পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় 'অর্পিত ক্রয়কার্য' হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এ পাইপলাইনটি নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। গত ১৪.০১.২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগের লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। * চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন রুট বরাবর সকল জেলার জমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচনের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লাকে অনুরোধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন হতে অনুমোদন পাওয়া গেলে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। * একনেক এ অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি গত ০৩.০৪.২০১৮ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। * বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (পিওসিএল) ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রতিনিধি ও জরিপ দলের সমন্বয়ে গত ০৭.০৩.২০১৮ হতে ১৩.০৩.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চাঁদপুর-কুমিল্লা-মুন্সিগঞ্জ-নারায়নগঞ্জ রুটে এবং গত ০৪.০৪.২০১৮ হতে ০৮.০৪.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা পাইপ লাইন রুট পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করা হয়। রুট পরিদর্শনের পর ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচনের প্রস্তাবটি কিছুটা সংশোধন করে এ বিভাগ হতে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। * পরামর্শক ফি বাবদ ২য় চলতি বিল হিসেবে ৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। * প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের নিমিত্তে সংশোধিত প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহ লক্ষ্যে ২০.০৫.২০১৮ তারিখে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। * গত ০৯-১০-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ২৫-১০-২০১৮ তারিখে এইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ প্রকল্পের অনুমোদন জারী করে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৬১.৩১ কোটি টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বিপিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ অক্টোবর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। এ বিভাগের ০৫/১১/২০১৮ তারিখের পত্রে "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের সহ বাস্তবাযনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ০৩/১২/২০১৮ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। * প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরামর্শক (পিএমসি) নিয়োগের লক্ষ্যে Request for Profosal (RFP) ডকুমেন্ট প্রদান করা হয়েছে এবং গত ২৫-১১-২০১৮ তারিখে ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড দপ্তরে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন কনসালটেন্ট হিসেবে M/S ASOI JV in association with MECON Limited, India'কে নির্বাচিত করা হয় এবং ২৭-০৯-২০১৮ তারিখে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়েছে। ২৯-১১-২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং ডিজাইন কনসালটেন্টের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৮

	খ) কাঞ্চনব্রীজ হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত পাইপলাইন জরুরি ভিত্তিতে স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বিপিসি	* এ পাইপলাইন স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। * জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" শীর্ষক প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর বাণিজ্যিক অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড এর কাজ যথাযথ মনিটরিং ও সুপারভিশন করার জন্য Project Management Consultant (PMC) হিসেবে ৫,৮৬,৫৩,৮৮০.৯৯ টাকায় (৫,৬৪,০৭৩.৮৮ মার্কিন ডলার+১,২৪,৫৬,২৩০.৬৩টাকা) Dorsch Holding GmbH Germany in association with Dorsch Consult (India) Private Ltd. India প্রতিষ্ঠানটিকে PMC হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর উক্ত কোম্পানিকে ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে PMC হিসেবে নিয়োগের জন্য এ বিভাগ হতে বিপিসিকে পত্র দেয়া হয়। * পাইপলাইন রুট, পাইপলাইন ডিজাইন ও ড্রইং চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও রাজউকের কনসালটেন্ট কর্তৃক তিনশ ফুট সড়কের পাশ দিয়ে আরেকটি রুটের প্রস্তাব প্রদান করেছে এবং প্রস্তাবিত বিকল্প রুটের ড্রইং ০৮.০৩.২০১৮ তারিখের মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডকে হস্তান্তর করবে। * বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিয়োগকৃত ঠিকাদার সিনোম্যাক কর্তৃক সার্ভেকৃত কো-অর্ডিনেটস মেট্রোরেলকে প্রদান করা হয়েছে। * BIWTA গত ১১.০১.২০১৮ তারিখ নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরাধীন রুপগঞ্জ উপজেলার ব্রাক্ষণখালী ও পিতলগঞ্জ মৌজায় শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম তীরে স্টীল ও আরসিসি জেটি নির্মাণ এবং ঢাকা নদী বন্দরাধীন বালু নদীর ব্রীজের দক্ষিণ পার্শ্বে বালু নদীর তলদেশে দিয়ে পাইপলাইন অতিক্রমের লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন প্রদান করেছে। * পুনরায় পাইপলাইন সার্ভে করে প্রতিবেদন ২৭.০৩.২০১৮ তারিখে রাজউকে প্রেরণ করা হয়েছে। * ডিপো নির্মাণের জায়গা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল ল্যান্ড এক্যুইজিশন কমিটির ০৩.০৪.২০১৮ তারিখের সভায় ৬.০৯ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে অনুমোদন করা হয়েছে। ডিজাইন ও ড্রইং চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। * প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেট এ-১ পাইপলাইন রুট চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ১০.০৪.২০১৮ তারিখে ডিটিসি'র নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে ডিটিসি'র সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত জেট এ-১ পাইপলাইনের ডিটেইলড ডিজাইন ডিএমটিসিএল/ডিটিসিকে প্রদান করা ও প্রকল্প এলাকায় অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করাসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। * পাইপলাইন রুটের বিষয়ে MRT থেকে ফাইনাল ক্লিয়ারেন্স গত ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। MRT থেকে প্রাপ্ত ফাইনাল ক্লিয়ারেন্সসহ রুটের ফাইনাল ক্লিয়ারেন্সের বিষয়ে গত ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে রাজউকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। * পাইপলাইন রুট এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ছাড়পত্রের বিষয়ে গত ২৪.০৫.২০১৮ তারিখে রাজউকে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

			* জেট এ-১ পাইপলাইন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি পরিদর্শন করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের সমন্বয়ে একটি দল ২৪.০৪.২০১৮ হতে ২৯.০৪.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চীন সফর করেছেন। * জেট এ-১ ডিপো নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ এর অনুকূলে গত ২৭.০৬.২০১৮ তারিখে ৩০(ত্রিশ) কোটি টাকা অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪,৬৮,৯১,৬৯৫.৫০ (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ একানব্বই হাজার ছয়শত পঁচানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) গত ১৪.০৮.২০১৮ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে। * জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি নারায়ণগঞ্জ ডিসি অফিসে প্রক্রিয়াধীন আছে। নারায়ণগঞ্জ ডিসি অফিসের মাধ্যমে ভূমি অফিস হতে জমির প্রকৃত মালিকদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৪ ধারা অনুযায়ী জমির মালিকদের চিঠি প্রদান করা হয়েছে। নোটিশের সময়সীমা শেষ হয়েছে। জমির মালিকদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি। * জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের অর্থ নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। গত ০২.১০.২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন ব্রাক্ষণখালী ও পিতলগঞ্জ মৌজস্থিত ৬.০১ একর জমি বিপিসি'র অনুকূলে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত জমিতে মাটি ভরাটের কাজ চলছে। * সিভিল এভিয়েশন হতে পাইপলাইন রুট চূড়ান্ত অনুমোদনের চিঠি পাওয়া গিয়েছে। * Hotel Le Meridian হতে কুড়িল বিশ্বরোড পর্যন্ত পাইপলাইন রুটের চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। * নৌ-কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক পাইপ লাইন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান BAOTOU Iron and Steel (Group) Co. Ltd. -কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পাইপ আমদানির লক্ষ্যে তাঁদের দাবীকৃত ৭০ (সত্তুর) লক্ষ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। * পাইপ লাইন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান BAOTOU Iron and Steel (Group) Co. Ltd. কর্তৃক পাইপ নির্মাণ কাজ শুরু করেছে মর্মে উৎপাদন প্রক্রিয়া যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি কারিগরি দল ২০/১০/২০১৮ হতে ২৬/১০/২০১৮ সময়ে পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ সরেজমিন পরিদর্শনের লক্ষ্যে চীন সফর করেছে। * ০১/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। * প্রকল্পের PMC নিয়োগের লক্ষ্যে Dorsch Holding GmbH Germany in association with Dorsch Consult (India) Private ltd. India এর সাথে গত ১২/১১/২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। * রাজউক পাইপলাইন স্থাপন রুটের Right of Way ব্যবহারের জন্য গত ২৭-১১-১৮ তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। * ০২/১২/২০১৮ BAOTOU Iron and Steel (Group) Co. Ltd. কর্তৃক পাইপলাইনের প্রথম শিপমেন্ট হবে। * প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর'১৭ হতে জানুয়ারি,১৯ এর পরিবর্তে সেপ্টেম্বর'১৭ হতে জুন'২০ পযন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৮-১১-১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-১০

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১৩.	কক্সবাজারের মহেশখালীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের জমি বরাদ্দের বিষয়টি সমন্বয়পূর্বক একটি ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্ন য়ন ও পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাপ প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৪.	অনশোর করা ব্লকসমূহ লীজ প্রদানের জন্য আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	পিএসসি হালনাগাদকরণের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে বিদ্যমান Revised Model PSC 2012 হতে অনশোর ও অফশোর এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলীসমূহ আলাদা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জ ন করে খসড়া অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৮ এবং খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৮ প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে তা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মডেল পিএসসি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হবে।
১৫.	ঢাকা শহরের ন্যায় অন্যান্য শহরেও GSB ভূ-ইকনোমিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে;	জিএসবি	ঢাকা শহরের ন্যায় বরিশাল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গত ১২.০২.২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
১৬.	বিগত ০৬.০২.২০১৪ তারিখে পরিদর্শন কালে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি সে সকল সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	<u>পেট্রোবাংলা:</u> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ .০২.২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ক্রমিক নং-২ অনুসরণে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে জ্বালানি খাতে কর্মপরিকল্পনা পেট্রোবাংলা হতে পাওয়া গেছে, যা সময় সময় হালনাগাদ করা হবে। <u>বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি):</u> বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর জন্য গৃহীত ১৪ নং ক্রমিকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জিএসবি কর্তৃক সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় সঞ্চিত বালিতে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ‘‘বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন’’ শীর্ষক প্রক ল্প বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশ ন ও বিসিএসআইআর এর সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫.৬৩ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১.১২.২০১৫ থেকে ৩০.০৬.২০১৮ পর্যন্ত। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। <u>প্রকল্প এলাকা :</u> বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, টাংগাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম।